দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 APR 2016 ...
পৃ ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

মাহমুদ আহমদ

# কাউকে কষ্ট দেওয়া ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী

আমরা যারা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহের (সা.) উম্মত হওয়ার দাবি করি, আমাদের আচার-আচরণ এবং চলাফেরা হওয়া চাই মহানবীর (সা.) আদর্শ অনুযায়ী। আমরা যখন মহানবীর (সা.) আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করব, তখনই আমি নিজেকে সত্যিকারের মুসলমান এবং নবীর উম্মত হওয়ার দাবি করতে পারি। এ ছাড়া মুখে বলব শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত আর নানা পাপে লিপ্ত থাকব– এটা হতে পারে না। আমাকে এমনভাবে চলতে হবে; যাতে করে আমার দ্বারা কারও কোনো ক্ষতি না হয়, বরং আমার দ্বারা অন্যের উপকার হবে। আমাদের এমনভাবে চলতে হবে, যাতে কেউ এ কথা না বলতে পারে যে, তিনি আমার জন্য কষ্টের কারণ। একটি হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা একে অপরকে হিংসা করবে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কর না, পরস্পরে বিদ্বেষ রেখো না, একে অপরের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করো না, মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর চড়া দাম দিয়ে অন্যের সওদা ক্রয় করো না, হে আল্লাহর বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করে না, তাকে নিগৃহীত করে না এবং তাকে হীন জ্ঞান করে না। মহানবী (সা.) নিজ বক্ষপানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনবার বলেন, 'আততাকওয়া হা হুন্না অর্থাৎ তাকওয়া এখানে। কোনো ব্যক্তি দুরভিসন্ধি আঁটবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইদের হীন জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ আর মানসম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম' (সহি মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ)।

উদ্ধৃত এ হাদিসে আরো বলা হয়েছে, 'ঝগড়া করো না'। আমরা দেখতে পাই সামান্য সামান্য বিষয়ে কথাকাটাকাটি ও ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায় আর একপর্যায়ে হত্যা পর্যন্ত গড়ায়। মহানবী (সা.) এ হাদিসে আরও বলেছেন, 'শত্রুতা পোষণ করো না'। অথচ ছোট ছোট ব্যাপারে আমরা শত্রুতা আরম্ভ করে দিই। অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরিতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এমন মনোভাব তৈরি করে রাখি যে, কখনো সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেব। যদিও নির্দেশ রয়েছে যে, কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না, প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ো না। হাদিসে এসেছে যে, এক সাহাবি মহানবীর (সা.) কাছে নিবেদন করল, এমন একটি সারকথা বলুন, উপদেশ দান করুন, যা আমি ভুলে না বসি। মহানবী (সা.) বলেন, 'ক্রোধ সংবরণ করো'। মহানবী (সা.) আবারও বলেন, 'ক্রোধ সংবরণ করো'। অতএব সর্বদা ক্রোধ অবদমিত রাখলে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ আপনা থেকেই চলে যাবে। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বা কাউকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু একটা করা আরেকটি বদঅভ্যাস।

মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'জুলুম করো না, কাউকে হীন জ্ঞান করো না, কাউকে অপদস্ত করো না।' জালেম কখনোই খোদাতাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। এটা কি করে হতে পারে যে, একদিকে আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার দাবি করব আর অন্যদিকে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত থাকব? কারও সম্পর্কে রাগ এলেই যে তাকে আক্রমণ করতে হবে এটা কোন ধরনের ইসলাম। মহানবীর (সা.) সাহাবিরা এ ব্যাপারে কেমন ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তারাই নিজেদের অভ্যন্তরে কত অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছেন, এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু যার গিফারি (রা.) বর্ণনা করেন, তার একটি চৌবাচ্চা থেকে লোকদের খাওয়ার পানি সরবরাহ করা হতো। একবার কোনো এক পরিবারের কতিপয় লোক এলো, তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, কে আছে যে আবু জারের কাছে যাবে আর তার মাথার চুল মুষ্টিবদ্ধ করে কৈফিয়ত তলব করবে,

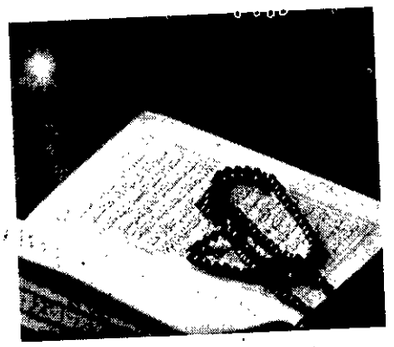

তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, সে এটা করবে। সেই অনুযায়ী ওই ব্যক্তি চৌবাচ্চার কাছে তার কাছে গেল আর আবু জারকে বিরক্তিকর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে শুরু করল। আবু জার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে গেলেন এরপর শুয়ে পড়লেন অতঃপর তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সম্বোধন করে বলেছেন, 'দাঁড়ানো অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে বসে যাবে, যদি রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তো ভালো, নয় তো শুয়ে পড়বে' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৫৩, বৈরুত থেকে মুদ্রিত)। হজরত জিয়াদ তার চাচা উদবার (রা.) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এ দোয়া যাচনা করতেন যে, 'হে আমার আল্লাহ! আমি অনৈতিক কর্ম, মন্দ কার্যকলাপ আর দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করি' (তিরমিজি, আব আবওয়াদুদ দাওয়াত)।

আল্লাহতাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামি শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: ইসলামি গবেষক ও কলামনিস্ট
masumon83@yahoo.com